ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 105 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০৫ ● কলকাতা ● ০৫ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ১৯ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

২২ বছরের আতঙ্কে সাংবাদিক পরিবার, নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটছে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের

নিজস্ব সংবাদদাতা:

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং২ ব্লকের আঠারোবাকি অঞ্চলের হেদিয়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সাংবাদিক, সম্পাদক ও বুদ্ধিজীবী মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবার। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে বরং নতুন করে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে।

২০০৪ সাল থেকেই শুরু হয় এই পরিবারের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ, লুটপাট ও জমি দখলের চেষ্টা। কখনো গভীর রাতে ডাকাতি, কখনো রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জমি ও ফিশারি দখল—এভাবেই ক্রমাগত আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিবারটি। অভিযোগ, ফিশারির মাছ লুট করা থেকে শুরু করে বিষ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার।

২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলাবে বলে আশা করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। কিন্তু তাঁর দাবি, বাস্তবে উল্টো চিত্রই সামনে আসে। পূর্বে এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি দলবদল করে নতুন ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে তাঁর উপর পুনরায় অত্যাচার শুরু করে।

২০১৬ সালের নির্বাচনের পর ভোট-পরবর্তী হিংসায় তাঁকে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। এরপরও থামেনি অত্যাচার—ফিশারি দখল, মাছ লুট, জমি দখলের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

২০২১ সালের নির্বাচনের সময় আবারও হুমকি বাড়ে। অভিযোগ, তাঁকে চুপ করিয়ে রাখতে পরিকল্পিতভাবে ভয় দেখানো হয় এবং তাঁর সম্পত্তির উপর নজর দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে নকল কাগজপত্র তৈরি করে জমির রেকর্ড পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। যদিও আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে সেই রেকর্ড বাতিল করে পুনরায় নিজের নামে জমি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন মৃত্যুঞ্জয় সরদার। চলতি বছরের ৮ এপ্রিল সেই রেকর্ড সংশোধন হয়।

তবে এর পরেই নতুন করে চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছে। গত ২০ মার্চ গভীর রাতে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা বাড়িতে হামলা চালায়। সম্প্রতি আবারও রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা হয়। পোষ্য কুকুরের তৎপরতায় বড় বিপদ এড়ানো যায় বলে জানিয়েছেন পরিবার।

অভিযোগ, এলাকায় সক্রিয় এক দুষ্কৃতী চক্র—যার নেতৃত্বে রয়েছে ভৈরব মন্ডল নামে এক ব্যক্তি—এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের।

এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় থানার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রতিনিয়ত খুনের হুমকি পাচ্ছেন। কারও হুমকি—"পেট কেটে অন্ত্র বের করে দেবে", কেউ বলছে "মাথা কেটে ফুটবল খেলবে"—এমনই বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটছে তাদের।

সমস্ত ঘটনা নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানানো হলেও এখনও স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু।

এই পরিস্থিতিতে তিনি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের হস্তক্ষেপ ও আইনি সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "আইনের উপর ভরসা রেখেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আশা করি প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।"

এলাকায় আবারও ভোট-পরবর্তী হিংসার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

পর্ব 264

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঠিক এইভাবেই কামনাবাসনার অতৃপ্তি নিয়ে কখনও আধ্যাত্মিক প্রগতি করা যায় না। জবরদস্তি করে কামনাবাসনার নিয়ন্ত্রণ করাও ঠিক মনে হয় না, কারণ কামের বেগ বিকৃত উপায়ে বাইরে এসে যায়। **ক্রমশঃ**

ভারচুয়াল বৈঠকে ওসিদের কড়া হুঁশিয়ারি সিইও মনোজের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অশান্তি কোনওভাবেই বরদাস্ত নয়। ভারচুয়াল বৈঠকে সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। ভোটের দিন কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতি হলেই ওসিদের সাসপেন্ড করা হতে পারে বলেও সতর্ক করে দেয় নির্বাচন কমিশন।অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করাতে কড়া নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। হাতে মাত্র ৫ দিন। এই আবহেই প্রথম দফার আসন ধরে ধরে পুলিশকে খুঁটিনাটি পাঠ দিতে ভারচুয়াল বৈঠক করে কমিশন। শনিবার ১৬ জেলার এসপি, সিপিদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজকুমার আগরওয়াল বলেন, ভোটের অশান্তির এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে পুলিশকে। প্রসঙ্গত, প্রথম দফা ভোটে ৪০ হাজারেরও বেশি রাজ্য পুলিশকে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর, শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে প্রতিটি বুথেই কড়া নজর রাখবে কমিশনের সিসি ক্যামেরা। কিন্তু ভোটের দিন কী ভূমিকা থাকবে পুলিশের? আসন ধরে ধরে সেই সব নির্দেশ বাতলে দিতেই আজকের বৈঠক। কমিশনের ভারচুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ জেলার এসপি,সিপিরা। উপস্থিত ছিলেন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ অবজারভাররাও।

সিইও মনোজ জানান, ভোটের দিন কোনও এলাকায় কোনও অস্ত্র, বোমা, গুলি উদ্ধার হলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসিদের ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলেই কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন। এছাড়াও গত ভোটের অশান্তিতে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাদের এখন পর্যন্ত কেন গ্রেপ্তার করা যায়নি? সেই নিয়েই প্রশ্ন তোলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। জেলায় জেলায় দাগী অপরাধীদের চিহ্নিত করতে নির্দেশ দেন তিনি। যাদের বিরুদ্ধে আগেই হিংসার মামলা রয়েছে, ভোটে যাতে তারা নতুন করে অশান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ক্ষমতায় এলে সব সাংবাদিকদের ৫০০০ টাকা দেবে বিজেপি, বিরাট ঘোষণা শমীকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের উত্তাপ যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে প্রতিশ্রুতির ঝড়। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মন জিততে রাজনৈতিক দলগুলির তরফে একের পর এক ঘোষণা সামনে আসছে। সাংবাদিকতা করতে করতেই কোনও সাংবাদিকদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা, এমনকি পরবর্তীতে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার নজির রয়েছে।সাংবাদিকদের জন্য এই ভাতার ঘোষণা সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষদের সমর্থন আদায়ের কৌশল। এদিন শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল তৃণমূলের সরকার চালিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গড়তে পারেননি।' সাংবাদিকদের

মতো প্রভাবশালী একটি পেশাজীবী গোষ্ঠীর দিকে নজর দিয়ে বিজেপির এই পদক্ষেপ আগামী নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।ফলে সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে একাধিকবার। সাংবাদিকদের মধ্যেও একপ্রকার বিভাজন তৈরি হয়েছে। ভোটের আবহে এবার সাংবাদিকদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ।

শনিবার শমীক ভট্টাচার্য জানান,

এরপর ৩ পাতায়

রাতেই অণ্ডালে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী, দুর্গাপুরে রাত্রিবাস!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই জমজমাট হয়ে উঠছে ভোট প্রচার। ফের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারের জন্য বঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবারই তিনি পৌঁছে যাবেন দুর্গাপুরে। রবিবার ম্যারাথন জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে শনিবার রাতে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান।জানা গিয়েছে, রবিবার মোট চারটি জায়গায় জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। মূলত জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে জনসভা করবেন তিনি। বাঁকুড়া থেকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা শুরু হবে। এছাড়াও পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে জনসভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। আর সেই উপলক্ষেই শনিবার বঙ্গে পা রাখবেন তিনি। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, একাধিক জনসভা সেরেছেন। জনসভা করেছেন আসানসোলেও। আর এবার তিনি আসছেন দুর্গাপুরে। যদিও এখানে প্রধানমন্ত্রী কোনও জনসভা নির্ধারিত নেই। তবে এখানেই প্রধানমন্ত্রী শনিবার রাত্রিবাস করবেন।সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি এদিন শনিবার রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে অন্ডাল বিমানবন্দরে পৌঁছবেন। তারপর সেখান থেকে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ক্ষমতায় এলে সব সাংবাদিকদের ৫০০০ টাকা দেবে বিজেপি, বিরাট ঘোষণা শমীকের

'বিজেপি ক্ষমতায় এলে কোনও যোগ্য সাংবাদিকদের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হবে' ।তিনি জানান, বিজেপি সাংবাদিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার কথা ভাবছে । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বহু সাংবাদিক অত্যন্ত প্রতিকূল এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে কাজ করছেন। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমরা ক্ষমতায় এলে পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সাংবাদিকদের এই ভাতা দেব।'

এর আগে সাংবাদিকদের আর্থিক সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা জন্য উত্তরপ্রদেশের লখনউতে প্রবীণ সাংবাদিকদের সরকারি আবাসনের ব্যবস্থা ছিল। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সাংবাদিকদের রেল যাত্রায় ৫০ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা চালু করেছিলেন, যা তাঁদের পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাংবাদিকদের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু রয়েছে। হরিয়ানায় মাসিক ১০ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। রাজস্থানে প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য পেনশন প্রকল্পের ব্যবস্থা রয়েছে। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকার সাংবাদিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে সাংবাদিকদের জন্য পেনশন, আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে।

(২ পাতার পর)

রাতেই অগুলে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী, দুর্গাপুরে রাত্রিবাস!

সড়কপথে পৌঁছবেন দুর্গাপুরে। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে রাত্রিবাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর সেখান থেকেই রবিবারের জনসভাগুলি সারবেন তিনি। জনসভা শুরু হবে দামোদরের ওপারে অবস্থিত বাঁকুড়ার বড়জোড়া থেকে।

ভোটের বঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে জেলায় ভিভিআইপিদের আনাগোনা লেগে রয়েছে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রচারের জন্য দুর্গাপুরে রাত্রিবাস করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। আর এবার ভোট প্রচারে এসে দুর্গাপুরে রাত্রিবাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যে কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল রূপান্তরে সহযোগিতা জোরদার করতে সি-ড্যাক-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল বেসিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (বেসিল) উন্নত প্রযুক্তি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ড্যাক)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

এই সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হবে যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), সাইবার নিরাপত্তা, ৫জি এবং ক্লাউড কম্পিউটিং-এর মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাধান উদ্ভাবন করা। এছাড়া, এই উদ্যোগটি বিভিন্ন খাতে 'টার্নকি সলিউশন' (সম্পূর্ণ প্রস্তুত সমাধান) তৈরির পথ সুগম করবে এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবনী পণ্যগুলোর বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা করবে। কারিগরি সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে এই অংশীদারিত্বে সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মীবাহিনীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন দক্ষতা বিকাশমূলক উদ্যোগের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বেসিল-এর পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন সৌরভ চৌহান এবং সি-ড্যাক-এর রেজিস্ট্রার শ্রী নিরঞ্জন বৈষ্ণব এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেসিল-এর সিএমডি, কমোডর ডি.কে. মুরালি (অবসরপ্রাপ্ত) বলেন যে, সি- ডিএসি-র সঙ্গে এই সহযোগিতা উন্নত প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে বেসিল-এর সক্ষমতাকে আরও জোরদার করবে। তিনি আরও বলেন যে, উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে, এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হলো কার্যকর সমাধান প্রদান করা এবং ভারতের ডিজিটাল প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

আশা করা হচ্ছে যে, এই

এরপর ৬ পাতায়

এবার কপ্টারে বাংলার নানা প্রান্তে ঘুরবেন সিইও মনোজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের তৎকালীন সিইও দেবাশিস দেন ভোটের আগে জেলা সফরে যান হেলিকপ্টার চড়ে। প্রায় ২০ বছর পর যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার হেলিকপ্টারে চড়ে ভোটপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল । রাজ্যের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে ভোটপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ।বলে রাখা ভালো, বাংলার ভোটে অশান্তি ঘটে না তা একেবারে বলা যাবে না। বোমাবাজি থেকে খুন - এমন নানা বড় ঘটনার সাক্ষী থাকে বহু জায়গা। একুশের নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। বিশেষত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহে একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটে। যদিও চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। ভোট কিংবা ভোট পরবর্তী হিংসায় একজনেরও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। ছাব্বিশের নির্বাচনে চব্বিশের সেই ধারা বজায় রাখতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। আর সে কারণেই ভোটের কাজে যুক্ত প্রত্যেক আধিকারিকদের একমাত্র কমিশনের নির্দেশমতো কাজ করার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। কোনও

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বুথ ঘিরে কমিশনের 'লক্ষ্মণরেখা'!

ভোটের বাকি আর কয়েকটা দিন। আগামী ২৩ এপ্রিল ভোট রয়েছে উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের ১৫২টি আসনে। এবার অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে একেবারে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এবার ভোটার স্লিপ বিলি থেকে পোলিং বুথের নিরাপত্তা নিয়েও সতর্ক কমিশন।এদিকে, ভোটের দিন কোনওভাবেই অশান্তি বরদাস্ত নয়। ভারচুয়াল বৈঠকে সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। ভোটের দিন কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনওরকম গাফিলতি হলেই ওসিদের সাসপেন্ড করা হতে পারে বলেও সতর্ক করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।এরমধ্যে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হল পোলিং বুথের চারপাশে এবার 'লক্ষ্মণরেখা' এঁকে দেওয়া। জানা যাচ্ছে, পোলিং বুথের চারপাশে এবার সাদা চক দিয়ে ১০০ মিটার বৃত্ত এঁকে নির্দিষ্ট সীমান্ত চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। ওই সীমার মধ্যে ভোটার ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অনুমতি থাকবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ কমিশনের।

জানা যাচ্ছে, এঁকে দেওয়া এই লক্ষ্মণরেখার বাইরে থাকবেন বিএলও এবং সরকারি আধিকারিক। যারা প্রাথমিক নথি যাচাই করবেন। এছাড়াও এই গণ্ডির ভিতরে থাকবে আরও একধাপ নিরাপত্তা বলয়। দুটি টেবিলে নতুন করে ভোটারদের নথি পরীক্ষা করা হবে। ভুয়ো ভোটার ঠেকাতেই এহেন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ ভোট করাতেই একাধিকস্তরে নজরদারির একাধিক ব্যবস্থা কমিশন নিচ্ছে বলেও জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে ভোটার স্লিপ বিলির ক্ষেত্রেও একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।

জানা যাচ্ছে, এঁকে দেওয়া এই লক্ষ্মণরেখার বাইরে থাকবেন বিএলও এবং সরকারি আধিকারিক। যারা প্রাথমিক নথি যাচাই করবেন। এছাড়াও এই গণ্ডির ভিতরে থাকবে আরও একধাপ নিরাপত্তা বলয়। দুটি টেবিলে নতুন করে ভোটারদের নথি পরীক্ষা করা হবে। ভুয়ো ভোটার ঠেকাতেই এহেন পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, এবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ভোটার স্লিপ পৌঁছে দেবেন বিএলওরা। তবে এখানেই দায়িত্ব শেষ নয়, ভোটার স্লিপ বিতরণে কেউ যদি বাদ পড়ে যান, সেই সংক্রান্ত তথ্য প্রিসাইডিং অফিসারকে রাখতে হবে। কেন তাঁকে দেওয়া যায়নি সেই সংক্রান্ত তথ্যও প্রিসাইডিং অফিসারকে রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভোটের দিন যদি এমন কোনও ভোটার কেন্দ্রে আসেন, যিনি স্লিপ বিলির সময় বাড়িতে ছিলেন না, তবে তাঁকে অনুপস্থিত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করবেন প্রিসাইডিং অফিসাররা। যদিও চূড়ান্তভাবে ভোটদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং ছবি ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অনুমতি দেওয়া হবে।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

ভারতবর্ষ ছিল তারও প্রমান খুব সহজেই পাওয়া যায় শাস্ত্র থেকে । উপরোক্ত গবেষণামূলক প্রতিবেদন থেকে অনেক গবেষকগণ স্বীকার করতে এখন আর দ্বিমত করে না ।

এক সময় ধীরে ধীরে সেই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে গড়ে সাতটি পৃথক মহাদেশ এবং বহু দেশ । মূলত, ককেশাস নামক স্থানকে বলা হয় শ্বেত মানবদের উৎপত্তি উৎস হিসেবে । বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা জগতের যেসব সাদা লোকদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের উত্তরসূরীদের বসতি ছিল এই ককেশাস

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

এবার কপ্টারে বাংলার নানা প্রান্তে ঘুরবেন সিইও মনোজ

রাজনৈতিক দল কিংবা নেতার নির্দেশে কাজ করলে ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া প্রত্যেক পুলিশ সুপারদের কোনও হিংসা দেখলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ভোটের লক্ষ্যেই জেলায় জেলায় ঘুরে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখছেন সিইও।

এতদিন সড়কপথে যাতায়াত করছিলেন তিনি। তাতে সময় বেশ খানিকটা বেশিই লাগছিল। এবার হেলিকপ্টার ব্যবহার করবেন সিইও, এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। হাতে সময় কম। তার আগে আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল একাধিক জেলায় যাবেন সিইও। জানা গিয়েছে, এই দু'দিনে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে যাবেন। ভোটপ্রস্তুতি নিজে সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। এই জায়গাগুলিতে কপ্টারে চড়েই পৌঁছবেন তিনি। সাধারণত নির্বাচনী প্রচারে দ্রুত যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন নেতা-মন্ত্রীরা। এবার সেই পথেই হাঁটলেন সিইও।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অতএব ঊষাকে নেহাতই অপ্রধানা বা তুচ্ছ মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, তাঁর নজির থেকে মাতৃ-উপাসনার প্রতি ঠিক কোন্ বৈদিক মনোভাব প্রমাণিত হয়? উত্তরে কোশাম্বী অত্যন্ত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেনঃ ঊষা অবশ্যই মাতৃদেবী,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সংসদের উভয় কক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সংসদের ২০২৬ সালের বাজেট অধিবেশন বুধবার, ২৮শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে শুরু হয়। শনিবার, ১৮ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সংসদের উভয় কক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করা হয়। এর মধ্যবর্তী সময়ে, বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের ‘অনুদান দাবি’ সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরীক্ষা ও সে বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করার সুযোগ করে দিতে—বিভাগ-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর সুবিধার্থে—উভয় কক্ষকে প্রথমে শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে বিরতির জন্য মুলতবি করা হয় এবং সোমবার, ৯ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে পুনরায় অধিবেশন বসে। এরপর, জরুরি সরকারি কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে কক্ষগুলো পুনরায় ২রা এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে মুলতবি করা হয় এবং ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে পুনরায় মিলিত হয়।

বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বে লোকসভা এবং রাজ্যসভা—উভয় কক্ষেই ১৩টি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে উভয় কক্ষে ১৫টি করে বৈঠক বসে। অধিবেশনের তৃতীয় পর্বে লোকসভা এবং রাজ্যসভা — উভয় কক্ষেই ৩টি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বাজেট অধিবেশন চলাকালীন, মোট ৮১ দিনব্যাপী ৩১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বছরের প্রথম অধিবেশন হওয়ায়, সংবিধানের ৮৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২৮শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ‘ধন্যবাদ প্রস্তাব’ উত্থাপন করেন বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং তা সমর্থন করেন সাংসদ শ্রী তেজস্বী সূর্য। ক্রমাগত বাধার কারণে, এই আলোচনার জন্য নির্ধারিত ১৮ ঘণ্টার বিপরীতে লোকসভায় মাত্র ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট সময় ব্যয়িত হয়। এই আলোচনায় মাত্র ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যসভায় এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সাংসদ শ্রী সি. সদানন্দ মাস্টার এবং তা সমর্থন করেন সাংসদ ড. মেধা বিশ্রাম কুলকার্নি। এই আলোচনার জন্য নির্ধারিত ১৬ ঘণ্টার বিপরীতে রাজ্যসভায় ১৭ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় ব্যয় হয়। এই বিতর্কে ৮১ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী এই বিতর্কের জবাব দেন। ২০২৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি উভয় কক্ষেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর উত্থাপিত ‘ধন্যবাদ প্রস্তাব’ গৃহীত হয়।

২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট রবিবার, ২০২৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পেশ করা হয়। অধিবেশনের প্রথম পর্বে উভয় কক্ষেই কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনার জন্য লোকসভায় ১২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় এবং ৬৩ জন সদস্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন; অন্যদিকে রাজ্যসভায় ১৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় ব্যয়িত হয় এবং ৯৭ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন।

২০২৬ সালের ১০ই মার্চ ড. মোহাম্মদ জাভেদ লোকসভার অধ্যক্ষকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের দাবিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি নিয়ে দুই দিন ধরে (১০ ও ১১ মার্চ, ২০২৬) আলোচনা করা হয়, যাতে লোকসভার ১২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট সময় ব্যয় হয়। এই বিতর্কে ৫৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়।

অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে, ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে লোকসভায় ভারতের কেন্দ্রের জন্য ২০২৫-২৬ সালের 'অনুদান দাবি'-র দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত সম্পূরক ব্যাচটি গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট 'বরাদ্দ বিল'টিও পাস করা হয়।

রেল এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ—এই পৃথক দুটি মন্ত্রকের 'অনুদান দাবি' নিয়ে লোকসভায় আলোচনা ও ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, বুধবার, ১৮ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে অবশিষ্ট মন্ত্রক বা বিভাগগুলোর 'অনুদান দাবি'গুলো সভার ভোটাভুটির জন্য পেশ করা হয়। এরপর, একই দিনে লোকসভায় সংশ্লিষ্ট 'বরাদ্দ (নং ২) বিল'টিও উত্থাপন, বিবেচনা এবং পাস করা হয়।

২৫.০৩.২০২৬ তারিখে লোকসভায় 'অর্থ বিল, ২০২৬' পাস করা হয়।

১৭.০৩.২০২৬ তারিখে রাজ্যসভা ২০২৫-২৬ সালের 'অনুদান দাবি'-র দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত সম্পূরক ব্যাচের সাথে সম্পর্কিত 'বরাদ্দ বিল'টি ফেরত পাঠায়।

রাজ্যসভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২৭.০৩.২০২৬ তারিখে রাজ্যসভা কেন্দ্রের ২০২৬-২৭ সালের 'অনুদান দাবি' সম্পর্কিত 'বরাদ্দ (নং ২) বিল' এবং 'অর্থ বিল, ২০২৬'—উভয়ই ফেরত পাঠায়।

প্রধানমন্ত্রী ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে লোকসভায় এবং ২৪.০৩.২০২৬ তারিখে রাজ্যসভায় চলমান পশ্চিম এশিয়া সংঘাত এবং ভারতের সম্মুখীন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে বিবৃতি প্রদান করেন।

অধিবেশনের তৃতীয় পর্বে, আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাগুলোর সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে 'জনগণের সভায়' (লোকসভা) এবং বিধানসভাগুলোতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে লোকসভায় 'সংবিধান (১৩১তম সংশোধন) বিল, ২০২৬', 'কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধন) বিল, ২০২৬' এবং 'সীমানা নির্ধারণ বিল, ২০২৬' উত্থাপন করা হয়। যেহেতু সংবিধানের ৩৬৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ‘সংবিধান (১৩১তম সংশোধন) বিল, ২০২৬’-এর বিবেচনার প্রস্তাবের ওপর প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি, তাই এ বিষয়ে আর কোনো পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু, এর ওপর নির্ভরশীল দুটি বিল—যথা ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধন) বিল, ২০২৬’ এবং ‘সীমানা নির্ধারণ বিল, ২০২৬’—এর কার্যক্রমও আর অগ্রসর করা হয়নি।

এই অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় মোট ১২টি বিল উত্থাপন করা হয় এবং রাজ্যসভায় ১টি বিল উত্থাপন করা হয়। লোকসভা কর্তৃক ৯টি বিল পাস করা হয়; রাজ্যসভা কর্তৃক ৯টি বিল পাস বা ফেরত পাঠানো হয় এবং লোকসভায় ১টি বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা পাসকৃত মোট বিলের সংখ্যা ছিল ৯টি।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় উত্থাপিত বিলসমূহ; সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ কমিটির নিকট প্রেরিত বিলসমূহ; লোকসভা দ্বারা পাস করা বিলসমূহ; রাজ্যসভা কর্তৃক পাস বা ফেরত পাঠানো বিলসমূহ; সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা পাস করা বিলসমূহ এবং লোকসভা থেকে প্রত্যাহার হওয়া বিলের একটি তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

২০২৬ সালের বাজেট অধিবেশন চলাকালীন লোকসভার কার্যকারিতার হার ছিল প্রায় ৯৩% এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে তা ছিল প্রায় ১১০%।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা

(তৃতীয় পর্ব)

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ২০২৬

* এলপিজি মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে ১৫.০৪.২০২৬ তারিখে দেশজুড়ে ২,৫০০-এর বেশি তল্লাশি চালানো হয়েছে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলো গতকাল পর্যন্ত ২৩৮টি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরশিপের ওপর জরিমানা আরোপ করেছে এবং ৬৩টি ডিস্ট্রিবিউটরশিপ স্থগিত করেছে।

এলপিজি সরবরাহ

গার্হস্থ্য এলপিজি সরবরাহের অবস্থা:

* বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এলপিজি সরবরাহ প্রভাবিত হচ্ছে, তবে সাধারণ পরিবারগুলোতে সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

* কোনো ডিস্ট্রিবিউটরশিপে 'ড্রাই-আউট' রিপোর্ট করা হয়নি।

* গতকাল পর্যন্ত অনলাইন এলপিজি বুকিং প্রায় ৯৮% পর্যন্ত ছিল।

* সরবরাহ অন্য পথে চলে যাওয়া রোধ করতে ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (DAC) ভিত্তিক সরবরাহ প্রায় ৯২% বজায় রাখা হয়েছে।

* বুকিংয়ের বিপরীতে গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।

বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ এবং বরাদ্দ ব্যবস্থা:

* মোট বাণিজ্যিক এলপিজি বরাদ্দ সংকট-পূর্ব সময়ের তুলনায় প্রায় ৭০% পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

* ৩রা এপ্রিল ২০২৬ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো ৫ কেজি সিলিন্ডারের জন্য ৫,৬০০-এর বেশি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছে, যেখানে ৬৯,০০০-এর বেশি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে। গতকালই ৫০০-র বেশি শিবিরের মাধ্যমে ৮,৪৫৩টি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

* গত ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মহারাষ্ট্রের খোপটে বিপিসিএল (BPCL) আয়োজিত একটি সচেতনতা শিবিরে প্রায় ৪০০টি সিলিন্ডার বিক্রি হয়েছে।

* ২৩ মার্চ ২০২৬ থেকে এখন পর্যন্ত ১৫.৫ লক্ষেরও বেশি ৫ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করা হয়েছে।

* গতকাল ৭,৯৩০ মেট্রিক টন (যা ৪.১৭ লক্ষেরও বেশি ১৯ কেজি সিলিন্ডারের সমান) বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে।

* ১৪ মার্চ ২০২৬ থেকে মোট ১,৪২,১৫৬ মেট্রিক টন (যা ৭৪.৮ লক্ষেরও বেশি ১৯ কেজি সিলিন্ডারের সমান) বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে ৮,৪০০ মেট্রিক টনের বেশি অটো এলপিজি রয়েছে।

* এপ্রিল মাসে অটো এলপিজি বিক্রির দৈনিক গড় ২৮৬ মেট্রিক টন, যা ফেব্রুয়ারি মাসের (১৭৭ মেট্রিক টন) তুলনায় অনেক বেশি।

* অটো এলপিজি বিক্রয় বেসরকারি থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল রূপান্তরে সহযোগিতা জোরদার করতে সি-ড্যাক-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করল বেসিল

অংশীদারিত্ব উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, উন্নত প্রযুক্তির গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে এবং ভারত সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি শক্তিশালী ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে অবদান রাখবে।

ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (বেসিল) হলো ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি 'মিনি রত্ন ক্যাটাগরি-১' রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানিটি সম্প্রচার, তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ পরিষেবা এবং 'টার্নকি সলিউশন' (সম্পূর্ণ সমাধান) প্রদান করে থাকে। বেসিল তাঁদের কার্যক্রম ই-গভর্নেন্স, স্মার্ট সিটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনশক্তি পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলোতেও প্রসারিত করেছে, যার মাধ্যমে তাঁরা সরকারি এবং বেসরকারি—উভয় খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকেই সেবা প্রদান করে আসছে।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ড্যাক) হলো ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা। এটি উন্নত কম্পিউটিং, হাই পারফরম্যান্স কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং সফটওয়্যার প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে থাকে। প্রযুক্তি ও পণ্য উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচির মাধ্যমে সি-ড্যাক বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করে।

১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতার অতিরিক্ত কিস্তি এবং পেনশনভোগীদের জন্য মহার্ঘ ত্রাণ অ নুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য যথাক্রমে মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ ত্রাণ-এর একটি অতিরিক্ত কিস্তি মঞ্জুর করা হয়েছে। ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই সিদ্ধান্তে মূল বেতন বা পেনশনের বর্তমান ৫৮% হারের ওপর অতিরিক্ত ২% বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে। মহার্ঘ ভাতা এবং মহার্ঘ ত্রাণ — উভয়ের এই বৃদ্ধির ফলে সরকারি কোষাগারের ওপর সম্মিলিতভাবে বার্ষিক ৬,৭৯১.২৪ কোটি টাকার আর্থিক প্রভাব পড়বে। এর ফলে প্রায় ৫০.৪৬ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৮.২৭ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন।

এই বৃদ্ধি একটি স্বীকৃত সূত্র বা ফর্মুলা অনুযায়ী করা হয়েছে, যা সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।

সিনেমার খবর

রণবীরের নতুন সিনেমায় ‘লোকাহ’খ্যাত কল্যাণী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এই মুহূর্তে বলিউড অভিনেতা রণবীর সিংয়ের ক্যারিয়ারে বইছে বসন্তের হাওয়া। ‘ধুরন্ধর’ ও ‘ধুরন্ধর ২’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বক্স অফিসে রীতিমতো রাজ করছেন তিনি। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার এই অভিনেতার নতুন সিনেমার খবর সামনে এলো। জানা গেছে, চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে ‘প্রলয়’ শিরোনামের একটি সিনেমার শুটিং শুরু করবেন রণবীর সিং। এই সিনেমায় তার নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ‘লোকাহ’খ্যাত কল্যাণী প্রিয়দর্শনকে।

ছবিটি পরিচালনা করবেন জয় মেহতা, যিনি আগে তাঁর বাবা হানসাল মেহতা-র সঙ্গে ‘স্ক্যাম ১৯৯২: দ্য হর্ষদ মেহতা স্টোরি’ সহ-পরিচালনা করেছিলেন। এই সিনেমাটি হানসালের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ট্রু স্টোরি ফিল্মসের ব্যানারে তৈরি হবে, সঙ্গে সহ-প্রযোজক হিসেবে থাকছে রণবীরের সংস্থা মা কসম ফিল্মস।

ভিন্নধর্মী এই ছবির প্রেক্ষাপট হবে এক প্রলয়-পরবর্তী পৃথিবী, যেখানে জম্বিদের দাপটে সভ্যতা প্রায় ধ্বংসের মুখে। প্রায় ৩০০ কোটি রুপি বিশাল বাজেটে নির্মিত হতে যাওয়া ‘প্রলয়’-এর চিত্রনাট্য লিখেছেন জয় মেহতা ও বিশাল কাপুর।

নির্মাতারা জানিয়েছেন, এটি কোনও অনুপ্রেরণা বা রূপান্তর নয়, একেবারেই মৌলিক গল্প।

রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন কোয়েল মল্লিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত মুখ কোয়েল মল্লিক এবার রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পা রাখলেন। ভারতের সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিনি।

৬ এপ্রিল সংসদ ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দায়িত্ব নেন কোয়েল। একই দিনে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্র থেকে আরও ১৯ জন সদস্য শপথ নেন।

অনুষ্ঠানে কোয়েলের পাশে ছিলেন তার বাবা রঞ্জিত মল্লিক ও মা দীপা মল্লিক।

দুই দশকের বেশি সময়ের অভিনয় ক্যারিয়ারে কোয়েল মল্লিক নিজেকে বিতর্কের বাইরে রেখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব ও সংযত উপস্থিতির জন্যও তিনি সুপরিচিত।

রাজনীতিতে তার আগ্রহ নতুন নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে তার পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সফরের পর থেকেই কোয়েলের রাজনীতিতে আসা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়।

যদিও সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নেননি, রাজ্যসভার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে তার অভিষেক ঘটল।

ব্যক্তিগত জীবনে কোয়েল মল্লিকের স্বামী প্রযোজক নিসপাল সিং রানে। ২০২১ সালের উপনির্বাচনে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কোয়েল-নিসপাল দম্পতির রয়েছে দুই সন্তান।

নিজের খারাপ সময়েও স্ত্রী পরিণীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাঘব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাম্প্রতিক সময়ে রাঘব চাড্ডার রাজনৈতিক জীবনকে ঘিরে জোর আলোচনা চলছে। আম আদমি পার্টি তাকে রাজ্যসভায় দলের ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তার সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতির মাঝেও স্ত্রী পরিণীতি চোপড়ার সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করতে ভুলেননি তিনি।

গত বছর সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিণীতি শুরু করেছেন নতুন উদ্যোগ ‘মম টক্স’। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক শেয়ার করে তিনি জানিয়েছেন, এখানে গর্ভাবস্থা, সন্তান লালনপালন এবং মাতৃত্ব নিয়ে সমাজে প্রচলিত ধারণা ও নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই উদ্যোগে রাঘব সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, তিনি অত্যন্ত গর্বিত এবং সবসময় পরিণীতির পাশে আছেন।

পরিণীতির এই অনুষ্ঠানে অভিভাবকত্বের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে অংশ নেবেন একাধিক তারকা, যেমন নেহা ধুপিয়া, বিক্রান্ত ম্যাসি, শীতল ঠাকুর, ইমরান খানসহ আরও অনেকে।

অন্যদিকে, সম্প্রতি রাজ্যসভায় দলের ডেপুটি লিডারের পদ থেকে রাঘবকে সরিয়ে তার জায়গায় অশোক মিত্তালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর রাঘব সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। তার এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে পরিণীতিও সেই বার্তাটি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছেন।

হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে কেকেআর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইপিএল ২০২৬ আসরে হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। শুক্রবার গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৫ উইকেটে হেরেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

এখনও পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ৫টিতেই হেরেছে কেকেআর। এক ম্যাচে বৃষ্টির কল্যাণে ঝুলিতে এক পয়েন্ট। তাদের মত দুর্দশা এবারের আসরে আর কারও নেই। ১০ দলের মধ্যে এখনও জয়হীন থাকা একমাত্র দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। রয়েছে পয়েন্ট টেবিলের একদম তলানিতে, ১০ম স্থানে।

প্লেয়ার, কোচিং স্টাফ ঢেলে সাজিয়ে এবারের আসরে নতুন চেহারায় মাঠে নামার অপেক্ষায় ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথমবার প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন অভিষেক নায়ার। সাথে সহকারী কোচ হিসেবে শেন ওয়াটসন, বোলিং কোচ হিসেবে টিম সাউদিকে নেয় কেকেআর। মেন্টর হিসেবে আগে থেকেই ছিলেন ডোয়াইন ব্রাভো।

নিলামের টেবিলেও দেদারসে টাকা খরচ করেছে কেকেআর।তবে মাঠের ক্রিকেটে ফল আসছে না কেকেআরের পক্ষে।

শুক্রবার কেকেআরের দেওয়া ১৮১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ২ বল বাকি থাকতেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল গুজরাট টাইটান্স। অধিনায়কোচিত ৮৬ রানের ইনিংস খেললেন শুভমান গিল। যেন আরও একবার বুঝিয়ে দিল কেকেআকেক তাকে ছাড়াটা কত বড় ভুল ছিল। এই ম্যাচ হারের ফলে লজ্জার নজির গড়ল কেকেআর। এর আগে কোনও দিন মৌসুমে প্রথম টানা ৬ ম্যাচে জয় পায়নি কেকেআর এমনটা হয়নি।

কেকেআরের পরের ম্যাচ ১৯ এপ্রিল, রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে। এমন লেজেগোবরে দশা থেকে দলকে উদ্ধার করতে দরকার কেবল একটি জয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে সেই ত্রাণকর্তা কে হবেন তা এক বড় প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তরের মাঝেই হয়ত মিশে আছে কেকেআরের এবারের আসরের গতিপথ।

বার্সার ১০ নম্বর জার্সি ইয়ামালের কাছেই নিরাপদ: রোনালদিনহো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনার তারকা ফরোয়ার্ড লামিন ইয়ামালকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ক্লাবটির কিংবদন্তি ফুটবলার রোনালদিনহো। তার মতে, ক্লাবের ঐতিহ্যবাহী ১০ নম্বর জার্সি এখন নিরাপদ হাতেই আছে।

মায়ামি থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ২০০৫ সালের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ব্রাজিলিয়ান এ কথা বলেন।

বার্সার ১০ নম্বর জার্সি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এক সময় এই জার্সি তিনি নিজে পরেছেন। পরে গায়ে জড়িয়েছেন লিওনেল মেসি। সেই ঐতিহ্য এখন ধরে রেখেছেন ইয়ামাল।

রোনালদিনহো বলেন, নিঃসন্দেহে, সে (ইয়ামাল) বিশ্বের সেরাদের একজন। এখনও খুবই তরুণ, কিন্তু ইতোমধ্যেই অবিশ্বাস্য সব কিছু করে দেখাচ্ছে। ১০ নম্বর জার্সিটি তার কাছেই নিরাপদ।

তিনি বলেন, ইয়ামাল এখনও ক্যারিয়ারের শুরুর পর্যায়ে থাকলেও তার টেকনিক্যাল দক্ষতা তাকে ইতোমধ্যেই বিশ্বসেরাদের কাতারে নিয়ে গেছে। এত অল্প বয়সে চাপ সামলানোর ক্ষমতাও রয়েছে এই স্প্যানিশ তারকার।

বার্সেলোনার বর্তমান দল নিয়েও আশাবাদী রোনালদিনহো। তিনি বলেন, বার্সেলোনা এখনও ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল। আমি সবসময় চাই তারা সুন্দর ফুটবল খেলুক এবং আবারও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতুক।

এদিকে, মেসিকে নিয়েও মন্তব্য করেছেন রোনালদিনহো। তার বিশ্বাস, মেসি এখনও বিশ্বের সেরা এবং ২০২৬ বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

মৌসুম শেষে ম্যানসিটি ছাড়ছেন বার্নার্দো সিলভা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানসিটির সঙ্গে দীর্ঘ ৯ বছরের সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন বার্নার্দো সিলভা। চলমান মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে সিটি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

২০১৭ সালে প্রায় ৫ কোটি ৭৩ লাখ পাউন্ড ট্রান্সফার ফির বিনিময়ে মোনাকো ছেড়ে সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন বার্নার্দো। সেই থেকে ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি ৪৫০টি ম্যাচ খেলেছেন। গার্দিওলার অধীনে সিটির মাঝমাঠের অন্যতম ভরসার নাম ছিলেন তিনি। সিটির হয়ে নয় বছরের দীর্ঘ অধ্যায়ে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন ৩১ বছর বয়সী পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডার।

গত মাসে ইএফএল কাপ জেতার পর এবারের মৌসুমের শেষ পর্যায়ে এসে ঘরোয়া ট্রেবল জয়ের দৌড়ে টিকে আছে ম্যান সিটি। তবে এফএ কাপের সেমিফাইনালে উঠলেও প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানধারী আর্সেনালের চেয়ে তারা ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে। যদিও তাদের হাতে একটি ম্যাচ জমা রয়েছে।

আর্সেনাল ৩১ ম্যাচ খেলে অর্জন করেছে ৭০ পয়েন্ট। দ্বিতীয় থাকা ম্যান সিটি ৬১ পয়েন্ট পেয়েছে ৩০ ম্যাচে। অর্থাৎ ব্যবধান ঘুচিয়ে নিতে এখনও আটটি ম্যাচ বাকি আছে তাদের।

আগামী গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ফ্রি ট্রান্সফারে বার্নার্দোকে দলে ভেড়াতে আগ্রহী ক্লাবগুলোর তালিকায় রয়েছে বার্সেলোনা ও জুভেন্তাস। এছাড়া, আরও কিছু দল তাকে পেতে আগ্রহী। তবে পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে তিনি এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া, তার সৌদি আরবের প্রো লিগ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএসে যোগ দেওয়ার গুঞ্জনও রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR